আকাশবাণী শিলচর

REGIONAL NEWS UNIT – SILCHAR

EVENING NEWS BULLETIN

BENGALI

20 OCTOBER 2025 **7:45—7:55 PM**

---

(১) উৎসবের মরশুমে স্বদেশী সামগ্রী ক্রয় করে ১৪০ কোটি ভারতীয়র পরিশ্রমকে উদযাপন করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেশের নাগরিকদের প্রতি আহ্বান/

(২) রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপ-রাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য, মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্তবিশ্ব শর্মার দীপাবলী উপলক্ষে জনসাধারণকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন/

(৩) সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে বরাক উপত্যকায়ও আজ আলোর উৎসব দীপাবলী এবং কালীপুজোকে কেন্দ্র করে উৎসবের মেজাজ/

এবং

(৩) টাটা টেকনলোজির সহায়তায় দক্ষতা ভিত্তিক পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন করে আসামের শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের উন্নীতকরণের প্রক্রিয়া আরম্ভ/

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সকল নাগরিককে উৎসবের মরশুমে স্বদেশী সামগ্রী ক্রয় করে ১৪০ কোটি ভারতীয়র পরিশ্রমকে উদযাপন করার আহ্বান জানিয়েছেন । তিনি একইসঙ্গে সবাইকে উৎসবের সময়ে ক্রয় করা সামগ্রী সমূহের বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করার আহ্বান জানিয়েছেন । এধরণের প্রচার করলে অন্যরাও এই পদক্ষেপ নেবার বিষয়ে অনুপ্রাণিত হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন । ‘মাই গভ ইন্ডিয়া’ একটি বার্তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে ভারতে উৎপাদিত সামগ্রী ক্রয় করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রধানমন্ত্রী ‘গর্ব সে কহো ইয়ে স্বদেশী হ্যাঁয়’ এই বার্তার মাধ্যমে উজ্জীবিত হতে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ।

সমগ্র দেশ জুড়ে স্থানীয় শিল্প এবং এসবের কলাকুশলীদের উন্নয়নের জন্য চলতে থাকা অভিযানের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বান আত্মনির্ভরশীলতা এবং অর্থনৈতিক সবলীকরণের বার্তা বহন করছে । এই পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন জানিয়ে 'মাই গভ ইন্ডিয়া', 'দীপাবলী উদযাপন এবং স্বদেশী সবলীকরণ' শীর্ষক একটি বিশেষ অভিযানের সূচনা করেছে । এই অভিযানের মাধ্যমে স্থানীয় কারুশিল্পীদের প্রতি সমর্থনের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় দেশবাসীকে 'ভোক্যাল ফর লোক্যাল' মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করার প্রয়াস করেছেন ।

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপ-রাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দীপাবলী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন । এক বার্তায় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি মুর্মু বলেন যে- দীপাবলী হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় উৎসব যা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় উদযাপন করা হয় । এই উৎসবে অন্ধকারের উপর আলো, অজ্ঞানতার উপর জ্ঞান এবং অশুভের উপর শুভশক্তির জয়কে উদযাপন করা হয় । শ্রীমতি মুর্মু আরো বলেন- আলোর এই উৎসব আত্মপ্রতিফলন এবং আত্মবিকাশের সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি পারস্পরিক স্নেহ এবং ভ্রাতৃত্ববোধের বার্তা দেয় । তিনি সকলকে সুরক্ষিতভাবে, দায়িত্ব সহকারে এবং পরিবেশ বান্ধব দীপাবলী উদযাপন করার আহ্বান জানিয়েছেন । রাষ্ট্রপতি একইসঙ্গে এই উৎসব সবার জন্য সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনার কামনা করেন ।

উপ-রাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন এক বার্তায় দীপাবলীর পবিত্র ক্ষণে দেবী লক্ষ্মী সবাইকে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যে ভরে তুলবেন বলে কামনা করেছেন । তিনি আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে দীপাবলীর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দীপাবলী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন । এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী এই আলোর উৎসব সকলের জীবন শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে তুলবে বলে কামনা করেছেন । তিনি একইসঙ্গে রাষ্ট্রের সকল দিকে ইতিবাচক শক্তি বিরাজ করার প্রার্থনা করেন ।

সমগ্র রাজ্যে আজ আলোর উৎসব দীপাবলী ও কালী পূজো উৎসাহ উদ্দীপনায় পালিত হচ্ছে ।

রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য কালীপূজো ও দীপাবলী উপলক্ষে রাজ্যের জনসাধারণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন । এক বার্তায় রাজ্যপাল বলেছেন যে কালী পূজো জনসাধারণের মণ থেকে ভয় ও অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে অর্ন্তনিহিত শক্তিকে জাগ্রত করে । রাজ্যপাল সহমর্মিতা , পারস্পরিক সহানূভূতি ও সৌহার্দ বজায় রেখে এই উৎসব উদযাপন করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান । আলোর উৎসব দীপাবলী নিরাশা দূর করে সত্য , আশা ও আলোর জয় সাব্যস্ত করে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন ।রাজ্যপাল আজ গৌহাটীর নারেংগী সেনা ছাউনীতে উপস্থিত হয়ে সেনা বাহিনীর আধিকারিক ও জোয়ানদের সংগে দীপাবলী উদযাপন করে ।এছাড়া সেনা বাহিনীর লোকেদের সংগে মত বিনিময় করা সহ তিনি সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করেন ।

মুখ্যমন্ত্রী ড: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যবাসীকে দীপাবলীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ।আলোর এই উৎসব সকলের জীবন আলোকময় করে তুলবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন ।

বরাক উপত্যকার তিন জেলার গ্রাম-শহর সর্বত্র আজ আলোর উৎসব দীপাবলী এবং কালীপুজো উপলক্ষে উৎসবের মেজাজ পরিলক্ষিত হচ্ছে। কাছাড় জেলার গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন সর্বজনীন এবং ঘরোয়া পুজো মন্ডপগুলিতে আজ কালীপুজো উপলক্ষে যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে । বিশেষ করে শহরাঞ্চলে কালীপুজো উপলক্ষে বহুস্থানে বিগ বাজেটের পুজোর আয়োজন করা হয়েছে । বিলপাড়ের রাধামাধব নগর পুজো কমিটি, মালুগ্রামের এ্যাপোসোল্‌স ক্লাব, জানিগঞ্জ কালীপূজা কমিটি, হাসপাতাল রোডের প্রগতি পল্লী সর্বজনীন কালীপূজা কমিটি, শরৎপল্লী উত্তরাঞ্চল সর্বজনীন কালীপূজা কমিটি ইত্যাদি কমিটি মণ্ডপ সজ্জা, প্রতিমা এবং আলোকসজ্জার মাধ্যমে দর্শকদের আকৃষ্ট করার প্রয়াস করেছে । এছাড়া শিলচর শহরের স্বর্গদ্বার-শ্মশানঘাটের পুজোর এবার ১২৪ বছর চলছে । প্রতিবছরের মতো এবারও শ্মশানঘাটে ভক্তদের উপচে পড়া ভীড় পরিলক্ষিত হয়েছে । শ্মশানঘাট সহ সংলগ্ন এলাকাকে বিশেষ আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে । এছাড়া শহরের রামকৃষ্ণ মিশন, শ্যামানন্দ আশ্রম, ফাটক বাজার কালীবাড়ী, মালুগ্রাম ভৈরববাড়ী, মাসিমপুরের অরুণাচল আশ্রম, উধারবন্দের কাঁচাকান্তি মন্দির, বদরপুরের জংলা কালীবাড়ী ইত্যাদি মন্দিরে সাত্ত্বিক আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে ।

শ্রীভূমি জেলায়ও আজ কালীপুজো ও দীপাবলী উপলক্ষে সব বয়সের লোকজনের মধ্যে উৎসবের আনন্দ বিরাজ করছে । জেলার গ্রাম-শহরে আলোর উৎসবকে কেন্দ্র করে চারদিকে খুশির পরিবেশ রয়েছে । হাইলাকান্দি জেলায়ও ছোট-বড় মিলিয়ে বেশকয়েকটি পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে । উপত্যকার তিন জেলার জনসাধারণ দীপাবলী উপলক্ষে নিজেদের বাড়ী-ঘরকে আলোর মালায় সাজিয়ে তুলেছেন । ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা আজ সন্ধ্যে থেকেই আতসবাজি পোড়ানোর আনন্দে মেতে উঠেছে ।

এদিকে কালীপুজোর এই অমাবস্যায় চৌদ্দপুরুষকে বাতি দেওয়ার চিরাচরিত রীতি মেনে উপত্যকার ছোট-বড় জলাশয়গুলিতে আজ সন্ধ্যার সময় লোকজনকে তাদের পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে কলার ভেলায় বাতি জ্বালিয়ে জলে ভাসিয়ে দিতে দেখা গিয়েছে । এই উৎসব সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে উপত্যকার তিন জেলা প্রশাসন সবধরণের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে । তিন জেলার অগ্নিনির্বাপক বাহিনীকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে ।

দেশের স্থল, বিমান ও নৌ এই তিনটি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সহযোগিতামূলক সেবার জন্যেই ‘অপারেশন সিন্দুর’এর সময়ে পাকিস্তান ভারতের সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছিল বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উল্লেখ করেছেন । গোয়া এবং করোয়ার উপকূলের আই এন এস বিক্রান্ত’এ নৌবাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলী উদযাপন করার সময়ে প্রধানমন্ত্রী একথা প্রকাশ করেন । তিনি বলেন যে- আই এন এস বিক্রান্ত আত্মনির্ভর ভারত এবং ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’র প্রতীক । তিনি আরো বলেন যে- সরকার প্রতিটি প্রত্যাহ্বানকে সংস্কারে, প্রতিটি সংস্কারকে প্রত্যাবর্তনে এবং প্রতিটি প্রত্যাবর্তনকে বিপ্লবে পরিবর্তন করেছে ।

শিক্ষা তথা সমতল জনজাতি ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী ডা: রণোজ পেগু আজ ধেমাজি কারিগরি বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রীনিবাসের উদ্বোধন করেন । রাজ্য সরকারের জনজাতি পরিক্রমা সমতল বিভাগের অধীনে নির্মাণ করা এই ছাত্রী নিবাসটি সহ শিক্ষার্থীর বর্ধিত সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে অন্য আরেকটি ছাত্রীনিবাস নির্মাণে ও অনুমোদন জানানো হয়েছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন ।এরপর মন্ত্রী ধেমাজির ভেহপরার ধেমাজি শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে একটি ছাত্রাবাসের শিলান্যাস করেন । ভাষন প্রসংগে মন্ত্রী বলেন যে টাটা টেকনোলজির সহায়তায় শিল্প চার নম্বর পর্যায়ের

সংগে সংযুক্ত হয়ে দক্ষতাভিত্তিক পাঠাক্রমের প্রবর্তন করে ধেমাজি সহ অন্যান্য শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি উন্নীত করার প্রক্রিয়া আরম্ভ করা হয়েছে ।

দীপাবলী ও ছটপূজো উপলক্ষে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলোয়ের উদ্যেগে বিভিন্ন রুটে ৪৮ টি বিশেষ ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে ।এই বিশেষ ট্রেন চলাচল আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ।এই ট্রেনগুলি কিছু গুরুত্বপূর্ন ষ্টেশনগুলি থেকে চলাচল করবে । এগুলির মধ্যে রয়েছে গৌহাটী , শিলচর , ডিব্রুগড় , নিউ তিনসুকিয়া ,কোলকাতা , কাটিহার , গোরখপুর , পাটনা ,মুম্বাই সেন্ট্রেল , আগ্রা ইত্যাদি । যাত্রীদেরকে তাদের যাত্রা শুরুর আগে রেলোয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে বিস্তারিত জানতে আহ্বান জানানো হয়েছে ।

নতুনদিল্লীতে অনুষ্ঠিত আদি কর্মযোগী অভিযানে গোলাঘাট জেলা দেশের সবোত্তম প্রদর্শন করা জেলাগুলির মধ্যে স্থান লাভ করেছে ।জনজাতি সবলীকরণ ও সর্বাংগীন উন্নয়নের জন্য জেলাটি এই স্বীকৃতি অর্জন করায় কৃষি বিভাগের মন্ত্রী অতুল বরা জেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ।সামাজিক মাধ্যমে মন্ত্রী বলেন এই জাতীয় স্বীকৃতি , আধিকারিক , ক্ষেত্রকর্মী , জেলা সমন্বয়ক , প্রশিক্ষক সহ জনসাধারণের নিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতাকে প্রতিফলিত করে ।